বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

৩ চৈত্র ।। ১৪৩২।। বুধবার ১৮ মার্চ ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ২৮৬ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

৩ চৈত্র ।। ১৪৩২।। বুধবার ১৮ মার্চ ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ২৮৬ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

দিল্লিতে বিধ্বংসী আগুন, পুড়ে ছাই পাঁচতলা বাড়ি! মৃত ৩ শিশু-সহ অন্তত ৭

১ লক্ষ ভোট টার্গেট', পছন্দের খড়্গপুর আসন ফিরে পেয়েই চেনা মেজাজে দিলীপ

লক্ষ্য হরমুজ উদ্ধার, ইরানে ফের ৫০০০ পাউন্ডের 'বাঙ্কার বাস্টার' ফেলল আমেরিকা

ইডির তদন্তে স্থগিতাদেশের আর্জি খারিজ

আইপ্যাক মামলায় সুপ্রিম বিড়ম্বনায় রাজ্য

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডির তল্লাশিতে খোদ মুখ্যমন্ত্রীর সশরীরে হাজিরা এবং নথিপত্র নিজে ছিনিয়ে নেওয়াকে 'অনভিপ্রেত' বলে স্পষ্ট জানাল সুপ্রিম কোর্ট। বুধবার শীর্ষ আদালতে আইপ্যাক মামলায় রাজ্য সরকারের অস্বস্তি বাড়িয়ে তদন্তে স্থগিতাদেশ দেওয়ার আর্জি সরাসরি খারিজ করে দিল বিচারপতি পিকে মিশ্র এবং বিচারপতি এনভি আনজারিয়ার ডিভিশন বেঞ্চ। ইডির দায়ের করা এই বিশেষ মামলায় রাজ্যের আইনজীবীদের তোলা এক্তিয়ার সংক্রান্ত যুক্তি ধোপে টেকেনি। পাল্টা সওয়াল-জবাবের লড়াইয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের আইনজীবীরা অভিযোগ করেছেন, তদন্ত প্রক্রিয়া বিলম্বিত করার লক্ষ্যেই বারবার অযথা সময় নষ্ট করছে রাজ্য প্রশাসন।গত ৮ জানুয়ারি তৃণমূলের ভোটকুশলী সংস্থা আইপ্যাক-এর কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়ি ও অফিসে হানা দিয়েছিল ইডি। অভিযোগ ওঠে, সেই তল্লাশি চলাকালীন অতর্কিতে সেখানে সশরীরে পৌঁছে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে ছিলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার এবং কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা। সেখান থেকে একটি সবুজ ফাইল হাতে নিয়ে বেরিয়ে আসেন মুখ্যমন্ত্রী। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি দাবি করেছিলেন, 'নির্বাচনী রণকৌশলের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র ছিনতাইয়ের ষড়যন্ত্র করেছে ইডি। দলের স্বার্থে তিনি সেসব ফাইল সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন।' সল্টলেকের সদর দফতর থেকেও ল্যাপটপ এবং পেন ড্রাইভ সঙ্গে নিয়েছিলেন তিনি। এই বেনজির হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধেই শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয় কেন্দ্রীয় সংস্থাটি।এদিন শুনানির শুরুতে রাজ্যের আইনজীবী শ্যাম দিওয়ান এবং মেনকা গুরুস্বামী ইডির মামলা করার অধিকার নিয়েই প্রশ্ন তোলেন। তাঁদের জোরালো সওয়াল ছিল, 'ইডি কোনও কর্পোরেট সংস্থা নয়। ফলে ওদের মামলা করার অধিকার নেই। ইডির কোনও মৌলিক অধিকারই নেই, তাই তার লঙ্ঘনও হতে পারে না।' রাজ্যের

তরফে আরও দাবি করা হয়, ইডি কেন্দ্রীয় সরকারের একটি অংশ মাত্র, তাই সরাসরি কোনও ডিরেক্টরেট এভাবে মামলা লড়তে পারে না। এই আইনি জট কাটাতে পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ গঠনের পক্ষেও সওয়াল করেন তাঁরা।এর পাল্টা আক্রমণে কেন্দ্রের অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহেতা বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তদন্তে হস্তক্ষেপ করেছেন। আর এখন ৪ সপ্তাহ পরে হলফনামা দিতে চাইছেন?' তাঁর অভিযোগ, গত ১৯ ফেব্রুয়ারির পর থেকে রাজ্য কেবল নানা অজুহাত খাঁড়া করে শুনানিতে দেরি করছে। সুপ্রিম কোর্টও এদিন রাজ্যের দ্বিমুখী অবস্থান নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে। বিচারপতিরা সরাসরি জানতে চান, একদিকে রাজ্য ইডির হলফনামার পাল্টা জবাব দিতে সময় চাইছে, আবার অন্যদিকে মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। আসলে রাজ্যের মূল অবস্থান ঠিক কী?শেষ পর্যন্ত তদন্তে স্থগিতাদেশ দেওয়ার আর্জি নাকচ করে শীর্ষ আদালত সাফ জানিয়ে দিয়েছে, রেকর্ডে যা তথ্য আছে সেই অনুযায়ীই আইনি প্রক্রিয়া চলবে। মুখ্যমন্ত্রীর ফাইল উদ্ধার এবং ইডির সঙ্গে এই নজিরবিহীন সংঘাত নিয়ে আপাতত সরগরম জাতীয় রাজনীতি। কেন্দ্রীয় সংস্থার কাজে রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের এই সরাসরি সক্রিয়তা আইনত কতটা যুক্তিযুক্ত, এখন সেই প্রশ্নেরই মীমাংসা খুঁজছে আদালত।

ফের রাজ্য পুলিশে কোপ কমিশনের, অপসারিত রাজ্যের পাঁচ ডিআইজি

রাজ্যে আদর্শ আচরণ বিধি জারি হওয়ার পর থেকে একের পর এক প্রশাসনে রদবদল ঘটাচ্ছে নির্বাচন কমিশন

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ রাজ্যে আদর্শ আচরণ বিধি জারি হওয়ার পর থেকে একের পর এক প্রশাসনে রদবদল ঘটাচ্ছে নির্বাচন কমিশন। রবিবার রাতেই নির্বাচন কমিশনের তরফে সরিয়ে দেওয়া হয় রাজ্যের মুখ্য সচিব এবং স্বরাষ্ট্র সচিবকে । সোমবার রাজ্য পুলিশের ডিজি এবং কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে । মঙ্গলবার মোট ১২ জেলার পুলিশ সুপারকে বদল করেছে কমিশন তার সঙ্গে কলকাতার ডিসি সেন্ট্রালকে সরানোর পর এবার কোপ পড়ল ডিআইজি স্তরে। বৃহস্পতিবার সকালেই রাজ্যের পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ রেঞ্জের ডিআইজি-কে অপসারিত করার কড়া নির্দেশিকা জারি করেছে কমিশন। রায়গঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, জলপাইগুড়ি এবং প্রেসিডেন্সি রেঞ্জে আনা হয়েছে নতুন মুখ। কমিশনের স্পষ্ট নির্দেশ, বৃহস্পতিবার সকাল ১১টার মধ্যে এই নতুন আধিকারিকদের কাজে যোগদানের সম্মতিসূচক রিপোর্ট পাঠাতে হবে। ভোট প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত অপসারিত পাঁচ কর্তাকে নির্বাচনী কোনও কাজে নিয়োগ করা যাবে না।কমিশনের তালিকায় প্রথমেই রয়েছে রায়গঞ্জ রেঞ্জ। সেখানে নিম্বালকর সন্তোষ উত্তমরাওকে সরিয়ে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ২০০৯ ব্যাচের আইপিএস রাঠৌর অমিতকুমার ভরতকে। তিনি আগে ট্রাফিক, রোড অ্যান্ড সেফটির ডিআইজি পদে কর্মরত ছিলেন। মুর্শিদাবাদ রেঞ্জেও বড় পরিবর্তন এনেছে কমিশন। মাত্র কয়েক দিন আগেই রায়গঞ্জ রেঞ্জ থেকে বদলি হয়ে মুর্শিদাবাদে এসেছিলেন সুধীরকুমার নীলাকান্তম। কিন্তু তাঁকেও এবার সরিয়ে দেওয়া হল। সেখানে নতুন ডিআইজি হিসেবে দায়িত্ব নিচ্ছেন ২০১১ ব্যাচের আইপিএস অজিত সিংহ যাদব। অজিত এর আগে এসপি (ডিইও) পদে কাজ করছিলেন।উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি রেঞ্জেও বদল আনা হয়েছে। সেখানে ডিআইজি ভোলানাথ পাণ্ডেকে সরিয়ে আনা হয়েছে ২০০৯ ব্যাচের আইপিএস অঞ্জলি সিংহকে। অঞ্জলি আগে ট্রাফিকের ডিআইজি পদে ছিলেন। দক্ষিণবঙ্গের বর্ধমান রেঞ্জেও বড় রদবদল করেছে কমিশন। সেখানে অলোক রাজোরিয়ার জায়গায় নতুন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে শ্রীহরি পাণ্ডেকে। ২০১১ ব্যাচের এই আইপিএস আগে উত্তরবঙ্গের আইবি-র ডিআইজি পদে ছিলেন। একই সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ প্রেসিডেন্সি রেঞ্জেও ডিআইজি বদলে দিল কমিশন। দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পার্শ্ববর্তী এলাকা নিয়ে গঠিত এই রেঞ্জে ভাস্কর মুখোপাধ্যায়ের জায়গায় আনা হয়েছে ২০০৭ ব্যাচের আইপিএস কঙ্করপ্রসাদ বারুইকে। কঙ্কর এর আগে ডিআইজি (কারা) পদে আসীন ছিলেন।কমিশন জানিয়েছে, এই নির্দেশিকা অবিলম্বে কার্যকর করতে হবে। উল্লেখ্য, গত সোমবারই রাজ্য পুলিশের ডিজি পীযূষ পাণ্ডেকে সরিয়ে দিয়েছিল কমিশন। মঙ্গলবার একধাক্কায় ১২ জন পুলিশ সুপারকে বদলে দেওয়া হয়। সরানো হয় কলকাতার ডিসি (সেন্ট্রাল) ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়কেও। এ ছাড়াও চার পুলিশ কমিশনারেটের কমিশনার এবং এডিজি পদমর্যাদার দু'জন কর্তাকে ইতিমধ্যেই সরিয়ে দিয়েছে কমিশন। লোকসভা ভোটের মুখে রাজ্যের পুলিশ মহলে এই ব্যাপক ওলটপালট ঘিরে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে। কমিশনের এই কড়া পদক্ষেপ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় এবং নির্বাচনে কতটা প্রভাব ফেলে, এখন সেটাই দেখার।

লকারে দেবতার ছবি রাখলে বাড়ে টাকা?

অনেকেই মনে করেন, বাড়ির তাক বা লকারের কাছে দেবতার ছবি, মূর্তি রাখলে টাকা-পয়সা বাড়ে এবং সংসারে সমৃদ্ধি আসে। বিশেষ করে দেবী লক্ষ্মী বা ভগবান গণেশের ছবি অনেকেই লকারের ভিতরে বা পাশে রাখেন। কিন্তু সত্যি কি এতে কোনও সুফল হয়? ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, দেবতার মূর্তি বা ছবি এমন জায়গায় রাখা উচিত যেখানে নিয়মিত প্রার্থনা ও পূজা করা যায়। কারণ মূর্তি স্থাপন মানে সেখানে দেবতার উপস্থিতিকে সম্মান জানানো। তাই মূর্তি বা ছবি রাখলে সেটি পরিষ্কার রাখা, ধূপ-দীপ জ্বালানো এবং প্রার্থনা করা উচিত।

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ অনেকেই মনে করেন, বাড়ির তাক বা লকারের কাছে দেবতার ছবি, মূর্তি রাখলে টাকা-পয়সা বাড়ে এবং সংসারে সমৃদ্ধি আসে। বিশেষ করে দেবী লক্ষ্মী বা ভগবান গণেশের ছবি অনেকেই লকারের ভিতরে বা পাশে রাখেন। কিন্তু সত্যি কি এতে কোনও সুফল হয়? ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, দেবতার মূর্তি বা ছবি এমন জায়গায় রাখা উচিত যেখানে নিয়মিত প্রার্থনা ও পূজা করা যায়। কারণ মূর্তি স্থাপন মানে সেখানে দেবতার উপস্থিতিকে সম্মান জানানো। তাই মূর্তি বা ছবি রাখলে সেটি পরিষ্কার রাখা, ধূপ-দীপ জ্বালানো এবং প্রার্থনা করা উচিত। এদিকে তাক বা লকার সাধারণত বেশিরভাগ সময় বন্ধ থাকে। ফলে সেখানে রাখা দেবতার সামনে নিয়মিত প্রার্থনা করা সম্ভব হয় না। এই কারণেই অনেক ধর্মবিশারদ মনে করেন, লকারের ভিতরে দেবতার মূর্তি রাখা খুব একটা ঠিক নয়। তবে লকারের কাছে ছোট একটি ছবি রাখা অনেকেই শুভ বলে মনে করেন। বিশেষ করে দেবী লক্ষ্মীকে ধন-সম্পদের দেবী বলা হয়। তাই অনেক বাড়িতে লকারের বাইরে বা উপরে মা লক্ষ্মীর ছবি রাখা হয়। এতে প্রতীকীভাবে বিশ্বাস করা হয় যে বাড়িতে সম্পদ ও সৌভাগ্য বজায় থাকে। একইভাবে ভগবান গণেশকেও বাধা দূর করার দেবতা হিসেবে মানা হয়। তাই অনেকেই গণেশের ছবিও রাখেন। তবে একটি বিষয় মনে রাখা খুবই জরুরি। দেবতার ছবি বা মূর্তি কখনও নোংরা, অগোছালো বা অন্ধকার জায়গায় রাখা উচিত নয়। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, এতে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। এছাড়া ভাঙা বা ক্ষতিগ্রস্ত মূর্তি ঘরে রাখা একেবারেই উচিত নয়। এমন হলে সেটি সরিয়ে দেওয়াই ভাল। বাস্তু শাস্ত্র অনুযায়ী, বাড়ির দেবতার মন্দির বা পূজার স্থান উত্তর-পূর্ব দিকে বা ঈশান কোণে হওয়া আদর্শ। এই দিকটিকে সবচেয়ে পবিত্র বলে ধরা হয়। সেখানে দেবতার ছবি বা মূর্তি রেখে নিয়মিত পূজা করলে ঘরে শান্তি ও ইতিবাচক শক্তি বজায় থাকে বলে বিশ্বাস করা হয়। সব মিলিয়ে বলা যায়, লকারের ভিতরে দেবতার মূর্তি রাখা ঠিক নয় বলে অনেকেই মনে করেন। তবে লকারের কাছে বা উপরে পরিষ্কার জায়গায় দেবতার ছবি রাখা অনেক পরিবারে প্রচলিত। কিন্তু সবচেয়ে ভাল হল বাড়ির নির্দিষ্ট পূজার স্থানে দেবতার ছবি বা মূর্তি রাখা এবং নিয়মিত ভক্তি সহকারে প্রার্থনা করা।

কোথায় রয়েছে ইরানের ৪৪০ কেজির পারমাণবিক শক্তিভাণ্ডার?

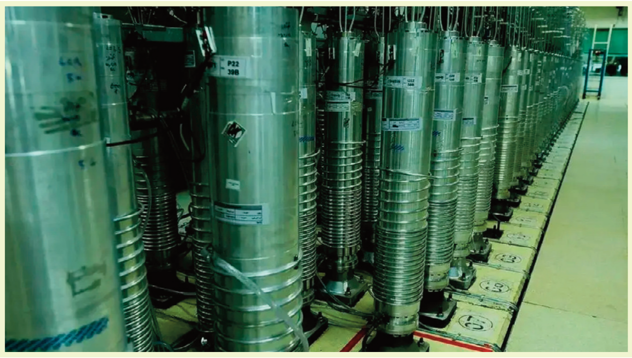

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে দীর্ঘদিন ধরেই উদ্বেগ রয়েছে। বিশেষ করে সাম্প্রতিক উত্তেজনা ও 'অপারেশন এপিক ফিউরি' শুরুর পর এই উদ্বেগ আরও বেড়েছে। এই প্রেক্ষাপটে ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি একটি সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারে দেশের ৪৪০ কেজি পারমাণবিক মজুত এবং তার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করেছেন। সাক্ষাৎকারে আরাঘচিকে সরাসরি প্রশ্ন করা হয়; ইরানের এই বিপুল পরিমাণ পারমাণবিক উপাদান এখন কোথায় রাখা আছে এবং কে তা নিয়ন্ত্রণ করছে? জবাবে তিনি স্পষ্ট করেন, এই মজুত সম্পূর্ণরূপে ইরানের সার্বভৌম নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই রয়েছে। অর্থাৎ, কোনও বিদেশি শক্তি বা আন্তর্জাতিক সংস্থার সরাসরি হস্তক্ষেপ নেই। তিনি দাবি করেন, এই উপাদানগুলি নিরাপদ স্থানে সংরক্ষিত এবং দেশের পারমাণবিক নীতির আওতায় তা ব্যবস্থাপনা করা হচ্ছে। তবে তিনি নির্দিষ্টভাবে কোনও স্থানের নাম উল্লেখ করেননি। নিরাপত্তাজনিত কারণেই এই তথ্য প্রকাশ করা হয়নি বলে জানান তিনি। বিশেষজ্ঞদের মতে, ইরান সাধারণত তাদের পারমাণবিক উপাদান একাধিক গোপন ও সুরক্ষিত স্থানে ছড়িয়ে রাখে, যাতে কোনও সম্ভাব্য হামলার ঝুঁকি কমানো যায়। এই ৪৪০ কেজি পারমাণবিক মজুতের বিষয়টি আন্তর্জাতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই পরিমাণ উপাদান থেকে উচ্চমাত্রায় সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম তৈরি করা সম্ভব; যা তাত্ত্বিকভাবে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির পথে একটি বড় ধাপ। যদিও ইরান বরাবরই দাবি করে এসেছে, তাদের পারমাণবিক কর্মসূচি সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে, যেমন বিদ্যুৎ উৎপাদন বা চিকিৎসা গবেষণার জন্য। আরাঘচি আরও জানান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যে পারমাণবিক আলোচনা চলছিল, তা 'অপারেশন এপিক ফিউরি'র কারণে হঠাৎ করেই থমকে যায়। এই সামরিক অভিযানের ফলে দুই দেশের মধ্যে অবিশ্বাস আরও বেড়েছে, যা কূটনৈতিক সমাধানের পথকে কঠিন করে তুলেছে। তিনি বলেন, ইরান কখনও আলোচনার পথ থেকে সরে আসেনি, কিন্তু চাপ সৃষ্টি করে বা সামরিক পদক্ষেপ নিয়ে কোনও স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। বরং পারস্পরিক সম্মান ও সমঝোতার ভিত্তিতেই এই সংকটের সমাধান সম্ভব। আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা দীর্ঘদিন ধরেই ইরানের পারমাণবিক কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করছে। তবে সাম্প্রতিক উত্তেজনার কারণে তাদের পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রেও কিছু সীমাবদ্ধতা তৈরি হয়েছে বলে জানা গেছে। বিশ্লেষকদের মতে, এই পরিস্থিতি শুধু মধ্যপ্রাচ্য নয়, গোটা বিশ্বের জন্যই উদ্বেগের কারণ। কারণ পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তারের ঝুঁকি বাড়লে তা বিশ্বের নিরাপত্তাকে সরাসরি প্রভাবিত করতে পারে। সব মিলিয়ে, ইরানের ৪৪০ কেজি পারমাণবিক মজুত এখন কোথায় রয়েছে সেটি এই প্রশ্নের পুরোপুরি স্পষ্ট উত্তর এখনও মেলেনি। তবে আরাঘচির বক্তব্য থেকে এটুকু পরিষ্কার, ইরান এই বিষয়টিকে সম্পূর্ণ নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে বদ্ধপরিকর এবং আন্তর্জাতিক চাপ সত্ত্বেও তারা তাদের অবস্থান থেকে সরতে নারাজ।

বৃন্দাবনের রাস্তায় ল্যাঙ্গুরের কাটআউট, কেন?

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু আগামী ১৯ মার্চ তিন দিনের সফরে মথুরা আসছেন। ঘুরে দেখবেন বৃন্দাবনের নানা মন্দির। কিন্তু, বৃন্দাবনে বাঁদরের উপদ্রব মারাত্মক। রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করলেই বানররা চশমা ছিনিয়ে নেয়। তারপর বহু কাকুতি-মিনতি করে খাবার দিলে সেই চশমা ফিরিয়ে দেয় বাঁদররা। কিন্তু, রাষ্ট্রপতির সফরে এমন হলে ঘোর বিপদ। তাহলে উপায়? রাষ্ট্রপতির সফরের সময় বৃন্দাবনে বাঁদরের উপদ্রব কমাতে অভিনব উদ্যোগ নিয়ে প্রশাসন। শহরের রাস্তায় দেকা যাচ্ছে বড় বড় ল্যাঙ্গুরের কাটআউট। এছাড়াও মোতায়েন থাকবে বন বিভাগের বিশেষ দল। প্রশাসনের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বন বিভাগের কর্মীদের নিয়ে গঠন করা হয়েছে বিশেষ দল। এরা বৃন্দাবনে থাকবেন। এই বাহিনীর কাছে গুলতি ও লাঠি থাকবে। মোট ৩০ জন কর্মীকে এই কাজে নিয়োজিত করা হবে। এর মধ্যে যেসব এলাকায় বানরের উপস্থিতি অত্যন্ত বেশি, সেখানে একসঙ্গে আটজন কর্মী এবং অপেক্ষাকৃত কম উপদ্রবপূর্ণ এলাকাগুলোতে তিনজন করে কর্মী দায়িত্ব পালন করবেন। প্রয়োজন হলে বাঁদরদের ভয় দেখিয়ে তাড়ানোর জন্য এই বাহিনীর কাছে লাল ও সবুজ রঙের লেজার লাইটও থাকবে। এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে ল্যাঙ্গুরের কাটআউট থাকছে। এই পদক্ষেপের মূল লক্ষ্য হল বাঁদরদের দূরে রাখা, কারণ বাঁদররা সাধারণত ল্যাঙ্গুরদের এড়িয়ে চলে। এর আগে, ভিআইপি বা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সফরের সময় প্রশিক্ষিত কর্মীরা জীবন্ত ল্যাঙ্গুর ব্যবহার করতেন। কিন্তু বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সংক্রান্ত বর্তমান বিধিমালা অনুযায়ী এখন জীবন্ত ল্যাঙ্গুর ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। তাই বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে কর্মকর্তারা এখন ল্যাঙ্গুরের কাটআউদের ওপরই ভরসা রাখছেন। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বৃন্দাবনের বিভিন্ন বিখ্যাত মন্দির ও দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন করবেন। এছাড়া তাঁর রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম চ্যারিটেবল হাসপাতালে নবনির্মিত একটি ক্যান্সার ব্লকের উদ্বোধন করারও কথা রয়েছে। ১৯ মার্চ রাষ্ট্রপতির সফর শুরু হয়েছে। আগামী ২১ মার্চ তিনি গোবর্ধন পাহাড়ের ঐতিহ্যবাহী 'পরিক্রমা' বা প্রদক্ষিণ করবেন, যা প্রায় ২১ কিলোমিটার দীর্ঘ। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বাঁদরদের উৎপাত বা ব্যাঘাত ছাড়াই রাষ্ট্রপতির পুরো সফরটি নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করা এখন তাঁদের কাছে অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার হয়ে দাঁড়িয়েছে। বৃন্দাবনের বাঁদরদের উপদ্রব সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দা এবং দর্শনার্থী; উভয়ের জন্যই দীর্ঘকাল ধরে উদ্বেগের কারণ। এখানকার বাঁদরদের সম্পর্কে প্রচলিত আছে যে, তারা চোখের পলকে চশমা ছিনিয়ে নিতে পারে।

জ্বালানি সঙ্কট

কাঁধে সিলিন্ডার নিয়ে চম্পট দিল চোর!

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ চোরের নজর এখন রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডারেও! মধ্যপ্রদেশের শিবপুরী জেলায় এক মহিলার তালাবন্ধ ঘরে ঢুকে গয়না ও নগদ টাকার পাশাপাশি সিলিন্ডারও কাঁধে নিয়ে পালাল চোর। সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে সেই চুরির দৃশ্য। যা দেখে রীতিমত চক্ষু চড়কগাছ পুলিশের। সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, শিবপুরীর কৃষ্ণপুরম কলোনির বাসিন্দা নীতু রাজাবত সোমবার বাপের বাড়ি গিয়েছিলেন। মঙ্গলবার ফিরে এসে দেখেন ঘরের শ্রী একেবারে বদলে গিয়েছে। সদর দরজার তালা ভাঙা, আলমারি লন্ডভন্ড। সোনা ও রুপোর গয়না, নগদ টাকা এবং জরুরি নথিপত্র তো বটেই, এমনকী রান্নাঘর থেকে ভরা গ্যাস সিলিন্ডারটিও তুলে নিয়ে গিয়েছে দুষ্কৃতীরা। পুলিশ তদন্তে নেমে এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখেছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, এক ব্যক্তি দিব্যি কাঁধে করে একটি বড় সিলিন্ডার নিয়ে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। কোতোয়ালি থানার পুলিশ জানিয়েছে, সিসিটিভি দেখে অভিযুক্তকে শনাক্ত করা হয়েছে। খুব শীঘ্রই তাকে পাকড়াও করা হবে। প্রসঙ্গত, চুরির উপদ্রব শুধু শিবপুরীতেই নয়, খোদ ভোপালের লালঘাটি এলাকাতেও। জানা গিয়েছে, এক আইনজীবীর বাড়ির পার্কিং থেকে তিনটি বাইকে চড়ে আসা তিন দুষ্কৃতী চারটি খালি সিলিন্ডার নিয়ে চম্পট দিয়েছে।

পাণ্ডবেশ্বরে দুই ‘বন্ধু’র দ্বৈরথ, তুঙ্গে চর্চা

সীতারাম মুখার্জী,নয়া জামানা , আসানসোল ঃ ভোট রাজনীতি ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে পশ্চিম বর্ধমানের, বিশেষ করে প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পর থেকেই। সপ্তাহের শুরুতেই সিপিএম ও বিজেপি তাদের প্রথম দফার প্রার্থী ঘোষণা করেছে, আর সেখানেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে দুই শিবিরের ভিন্ন কৌশল। বামফ্রন্ট যেখানে ‘ভূমিপুত্র’ তত্ত্বকে সামনে রেখে স্থানীয় মুখদের প্রাধান্য দিয়েছে, বিজেপি সেখানে ভরসা রেখেছে হেভিওয়েট ও পুরোনো প্রার্থীদের উপর। এই প্রেক্ষাপটে সবচেয়ে বেশি চর্চায় উঠে এসেছে পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্র। এখানে সম্ভাব্য দ্বৈরথ ঘিরে উত্তেজনা তুঙ্গে;একদিকে বিজেপির প্রার্থী জিতেন্দ্র তিওয়ারি, অন্যদিকে তৃণমূলের বর্তমান বিধায়ক ও জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। এক সময়ের ঘনিষ্ঠ দুই নেতার এই লড়াই এবার ভোটের অন্যতম আকর্ষণ হয়ে উঠতে পারে। গত নির্বাচনে অল্প ব্যবধানে জয়ী হয়েছিলেন নরেন্দ্রনাথ, ফলে এ বার লড়াই যে হাড্ডাহাড্ডি হবে, তা বলাই বাহুল্য।অন্যদিকে দুর্গাপুর পশ্চিম ও পূর্ব কেন্দ্রেও লড়াই জমে উঠছে। সিপিএম স্থানীয় মুখ প্রভাস সাঁই ও সীমান্ত চট্টোপাধ্যায়কে প্রার্থী করেছে, আর বিজেপি ভরসা রেখেছে বর্তমান বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘোড়ুই ও প্রাক্তন তৃণমূল নেতা চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর।

আসানসোল শিল্পাঞ্চলেও বিজেপি পুরোনো প্রার্থীদেরই পুনরায় সুযোগ দিয়েছে;অজয় পোদ্দার, অগ্নিমিত্রা পল ও কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় আবারও ময়দানে। অন্যদিকে বামফ্রন্ট একাধিক কেন্দ্রে নতুন মুখ ও সংগঠনের নেতাদের সামনে এনেছে, যেমন রানিগঞ্জে নারায়ণ বাউড়ি, জামুড়িয়ায় মহম্মদ সাব্বির হোসেন এবং আসানসোল দক্ষিণে শিল্পী চক্রবর্তী।তবে এখনও তৃণমূলের পূর্ণাঙ্গ প্রার্থী তালিকা প্রকাশ হয়নি, যা এই জেলার নির্বাচনী সমীকরণে বড় প্রভাব ফেলতে পারে। সব মিলিয়ে, প্রার্থী বাছাইয়ের ভিন্ন কৌশল এবং একাধিক হাইভোল্টেজ দ্বৈরথে পশ্চিম বর্ধমানের ভোট লড়াই এবার অত্যন্ত জমজমাট হওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে।

ভোটের মুখে বীরভূমে বিস্ফোরক উদ্ধার, চাঞ্চল্য

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ রাজ্যে বিধানসভা ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণার পরই রাজনৈতিক তৎপরতা তুঙ্গে। এর মধ্যেই বীরভূমের নলহাটিতে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নলহাটি থানার বাউটিয়া পঞ্চায়েতের কাঁদাসীর এলাকায় একটি ট্রাক্টর থেকে প্রায় ১০ হাজার জিলেটিন স্টিক এবং ৩৬০টি ডিটোনেটর উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনাটি সামনে আসতেই ভোটের আগে নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।স্থানীয়দের সন্দেহের ভিত্তিতে ট্রাক্টরটি আটক করা হয়। তল্লাশি চালাতেই কাগজের বাক্সের মধ্যে লুকিয়ে রাখা বিস্ফোরক উদ্ধার হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ট্রাক্টরটি বাজেয়াপ্ত করে। তবে চালক পালিয়ে যাওয়ায় তাকে ধরতে

তল্লাশি শুরু হয়েছে।এই বিপুল বিস্ফোরক কোথা থেকে আনা হচ্ছিল এবং কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। ভোটের আগে নাশকতার কোনও ছক ছিল কি না, তা নিয়েও তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।এদিকে রাজনৈতিক তরজাও শুরু হয়েছে। বিজেপি নেতা ধ্রুব সাহা অভিযোগ করেছেন, এর পিছনে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের যোগ থাকতে পারে। তাঁর দাবি, এলাকায় অবৈধ পাথর খাদানে বিস্ফোরণের কাজে এই বিস্ফোরক মজুত করা হচ্ছিল। অন্যদিকে পাথর খাদান অ্যাসোসিয়েশনের তরফে চন্দ্রজিত গুপ্ত জানিয়েছেন, বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখা হচ্ছে। তৃণমূলের স্থানীয় নেতৃত্বও জানিয়েছে,
পুলিশ আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে। সদ্য দায়িত্ব নেওয়া বীরভূমের পুলিশ সুপার সূর্যপ্রতাপ যাদব জানিয়েছেন, পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

প্রার্থী তালিকায় ঠাঁই না পেয়ে অভিমানে দল ছাড়ার বার্তা ব্লক সভাপতির

সুজিত দত্ত,নয়া জামানা ,বর্ধমান ঃ দল আমাদের মত কর্মীদের চেনে না, প্রার্থী তালিকায় ঠাঁই না পেয়ে অভিমানে দল ছাড়তে চান খন্ডঘোষের ব্লক সভাপতি অপার্থিব ইসলাম ওরফে ফাগুন। মঙ্গলবার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করতেই ভেঙ্গে পরেন খন্ডঘোষ ব্লকের ব্লক সভাপতি অপার্থিব ইসলাম ও তার অনুগামীরা।

তাদের একটা বড় বিশ্বাস ছিল যে দীর্ঘ দিনের কর্মী ও দক্ষ সংগঠক অপার্থিব ইসলামই এবার খন্ডঘোষ বিধানসভার প্রার্থী হবেন। বিশেষ করে বিধায়ক নবীনচন্দ্র বাগ বনাম তার একটা ঠান্ডা লড়াই ছিল যা মাঝে মধ্যেই প্রকাশ্যে উঠে আসত। দুই পক্ষই টিকিটের জন্য উঠে পরে লেগেছিল বলে সূত্রের খবর।

কিন্তু গত বারের বিজয়ী বিধায়ক নবীনচন্দ্র বাগের উপরেই আস্থা রাখে দল। এদিন প্রার্থী তালিকায় নাম না থাকায় অভিমানি অপার্থিব ইসলাম জানান, যে দল তার মত দীর্ঘদিনের অনুগত সৈনিককে চেনে না সেই দলে আর থেকে লাভ নেই। তিনি পদত্যাগ করতে চান। তবে তৃণমূল ছাড়ছেন বলেই অন্যদলে চলে যাবেন সেই রকম মানসিকতার লোক নন তিনি।

তারা চিরকাল ডানপন্থী ঘরানার লোক। তার বাবা কংগ্রেস আমলে পঞ্চায়েত প্রধান ছিলেন। তিনি নিজে দীর্ঘদিন ধরে খন্ডঘোষ ব্লকে সংগঠন সাজিয়েছেন, মজবুত করেছেন। কিন্তু দল তাকে মনে রাখে নি। তাই তিনি দল ছাড়তে চান।

এই মর্মে তিনি জেলা সভাপতির কাছে পদত্যাগ পত্র পাঠিয়ে দেবেন বলেও জানিয়েছেন এদিন।

পুজো দিয়ে ময়নাগুড়িতে প্রচার শুরু তৃণমূল প্রার্থী রামমোহন রায়ের

বাবলু রহমান,নয়া জামানা , জলপাইগুড়ি ঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ময়নাগুড়ি কেন্দ্র থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হয়েছেন জলপাইগুড়ি জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি রামমোহন রায়। গতকাল কালীঘাট থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নাম ঘোষণা করার পরেই খুশির জোয়ার দেখা যায় এলাকায়। সবুজ আবির ও মিষ্টি মুখ করে উৎসবে মেতে ওঠেন দলীয় কর্মীরা। নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আজ থেকেই ময়নাগুড়িতে প্রচার শুরু করলেন রামমোহন।সকালে উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী শৈব তীর্থ জল্পেশ

মন্দিরে পুজো দিয়ে জনসংযোগ শুরু করেন তিনি। গত নির্বাচনে এই আসনটি বিজেপির দখলে থাকলেও, এবার জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী রামমোহন রায়। তাঁর প্রধান হাতিয়ার রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্প। তিনি দাবি করেন, ময়নাগুড়িতে তৃণমূলের বিধায়ক না থাকলেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’ প্রকল্পের সুবিধা আজ ঘরে ঘরে মহিলারা পাচ্ছেন।বিজেপি বিধায়ককে আক্রমণ করে রামমোহন বলেন, গত কয়েক বছরে বিজেপি বিধায়কের তহবিল থেকে ময়নাগুড়িতে কোনও উল্লেখযোগ্য কাজ হয়নি। অথচ তৃণমূল ক্ষমতায় না থেকেও জল্পেশ মন্দিরের উন্নয়ন ও বিভিন্ন ব্রিজের কাজ সম্পন্ন করেছে। এই উন্নয়নের খতিয়ানকে পাথেয় করেই এদিন নিজের নির্বাচনী প্রচার জোরদার করলেন তৃণমূলের এই হেভিওয়েট প্রার্থী।

ধানক্ষেতে রহস্যময় ড্রোন উদ্ধার, আতঙ্ক

নয়া জামানা, মেদিনীপুর ঃ গত কয়েক দিনে ধরে পশ্চিম এশিয়ায় টানা ড্রোন হামলার খবরে যখন আন্তর্জাতিক মহল উদ্বিগ্ন, ঠিক সেই আবহেই পশ্চিম মেদিনীপুরে রহস্যময় ড্রোন উদ্ধারে চাঞ্চল্য ছড়াল।

জেলার দাঁতন ১ নম্বর ব্লকের শরশঙ্কা বকুলতলার কাজুচক এলাকায় বুধবার ভোরে ধানক্ষেত থেকে একটি বিশাল আকারের ড্রোন উদ্ধার হয়, যা ঘিরে স্থানীয়দের মধ্যে কৌতূহলের পাশাপাশি আতঙ্কও ছড়িয়েছে।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ভোর প্রায় ৪টে নাগাদ কয়েকজন বাসিন্দার নজরে আসে ধানক্ষেতে পড়ে থাকা অদ্ভুত বস্তুটি। কাছে গিয়ে দেখা যায়, সেটি একটি বড় আকারের ড্রোন, যার গঠন অনেকটা ছোট বিমানের মতো। এর আগে এলাকায় এত বড় ড্রোন কেউ দেখেননি বলে দাবি বাসিন্দাদের। খবর ছড়িয়ে পড়তেই মুহূর্তে এলাকায় ভিড় জমে যায়।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে নানা জল্পনা তৈরি হয়েছে। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা

হচ্ছে, এটি কোনো সংস্থার নজরদারি বা সার্ভের কাজে ব্যবহৃত ড্রোন হতে পারে। আবার যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেটি ধানক্ষেতে ভেঙে পড়েছে বলেও মনে করা হচ্ছে। যদিও এই বিষয়ে এখনও নিশ্চিত করে কিছু জানায়নি প্রশাসন। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দাঁতন থানার পুলিশ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এলাকা ঘিরে ফেলা হয় এবং ড্রোনটি পরীক্ষা করে দেখার কাজ শুরু হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ড্রোনটির উৎস, ব্যবহার এবং কীভাবে সেটি এখানে এল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ঘটনার তদন্ত চলছে। প্রশাসনের তরফে আনুষ্ঠানিক বিবৃতি না আসা পর্যন্ত রহস্য কাটছে না, ফলে আতঙ্ক ও কৌতূহল; দুই-ই বজায় রয়েছে এলাকায়।

দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ব্যাঘ্র প্রকল্পের তকমা পেতে চলেছে সুন্দরবন

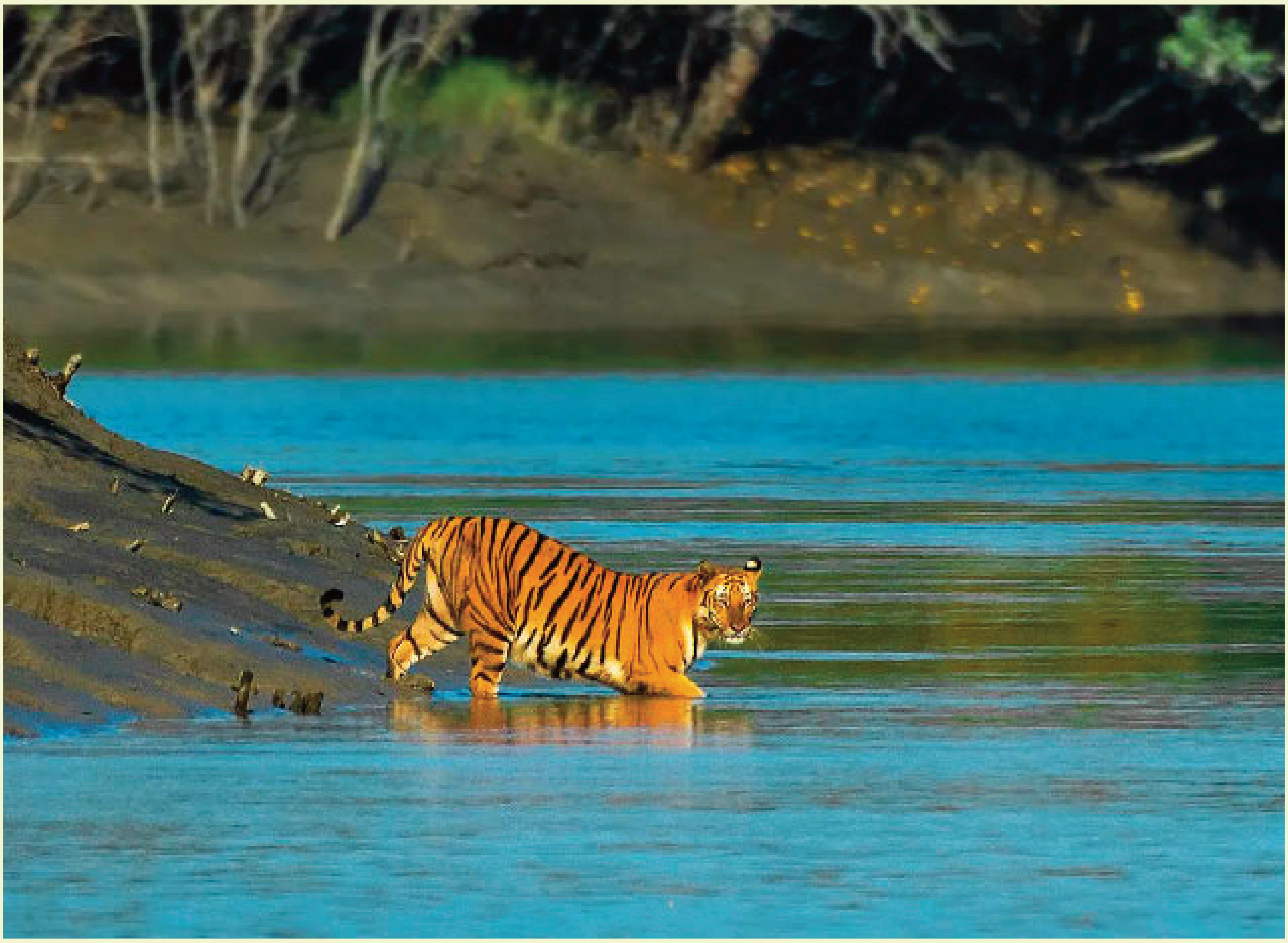

এখনও পর্যন্ত দেশের বৃহত্তম ব্যাঘ্র প্রকল্প হিসেবে নিজের অবস্থান ধরে রেখেছে অন্ধ্রপ্রদেশের নাগার্জুন সাগর,শ্রীশৈলম টাইগার রিজার্ভ (৩,৭২৭ বর্গ কিমি)। এবার মহারাষ্ট্রের মেলঘাট, ওড়িশার সিমলিপাল, অসমের মানস আর ছত্তিসগড়ের ইন্দ্রাবতী ব্যাঘ্র প্রকল্পকে পিছনে ফেলে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ব্যাঘ্র প্রকল্পের তকমা পেতে চলেছে সুন্দরবন ।এমন অনেক আইনি সুবিধা এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়নের জায়গা রয়েছে, যা শুধুমাত্র টাইগার রিজার্ভ এলাকাতেই সম্ভব। লোকালয়ে বাঘ আসার ঘটনাও এ বার কমবে। সুন্দরবনের সম্প্রসারণে ভোল পাল্টাতে পারে স্থানীয় অর্থনীতিরও। এ পর্যন্ত সুন্দরবনের বাদাবনে বাঘের আবাস ছিল ২,৫৮৫ বর্গ কিলোমিটার। এ বার সেটাই বেড়ে হতে চলেছে ৩,৬২৯ বর্গ কিমি। সম্প্রতি ন্যাশনাল বোর্ড অফ ওয়াইল্ডলাইফ-এর বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে পাঠানো সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভের এলাকা সম্প্রসারণের প্রস্তাবটি সরকারি ভাবে সিলমোহর পেয়েছে। প্রসঙ্গত, দেশের যে কোনও সংরক্ষিত অরণ্যের পরিধি পাল্টাতে গেলে ন্যাশনাল বোর্ড অফ ওয়াইল্ডলাইফ,এর ছাড়পত্র প্রয়োজন। ২০১৪ নাগাদ জমা পড়েছিল প্রথম প্রস্তাব। তার প্রায় দশ বছরের মাথায় রাজ্য সরকার এবং জাতীয় বাঘ সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষ (এনটিসিএ) সবুজ সঙ্কেত দেয় সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প সম্প্রসারণে। এতদিনে মিলল কেন্দ্রের সম্মতি। নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী, ‘বাফার এরিয়া’ হিসেবে সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভে জুড়তে চলেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা বনবিভাগের হাতে থাকা ১,০৪৪ বর্গ কিমির নতুন তিনটি রেঞ্জ ; রামগঙ্গা, রায়দিঘি ও মাতলা। এখন হাতে রয়েছে চারটি রেঞ্জ ; জাতীয় উদ্যান (পূর্ব), জাতীয় উদ্যান (পশ্চিম), সজনেখালি এবং বসিরহাট। বিশেষজ্ঞদের মতে, কোর হোক বা বাফার, যখনই বাঘের জঙ্গলে ঘেরা ওই তিনটি রেঞ্জ সরাসরি ‘ক্রিটিক্যাল টাইগার হ্যাবিট্যাট’ এলাকার মধ্যে ঢুকবে, সেখানে বাঘ ও অন্য পশুপাখি সংরক্ষণের কাজে আমূল বদল আসবে। এমন অনেক আইনি সুবিধা এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়নের জায়গা রয়েছে, যা শুধুমাত্র টাইগার রিজার্ভ এলাকাতেই সম্ভব। লোকালয়ে বাঘ আসার ঘটনাও এ বার কমবে। সুন্দরবনের সম্প্রসারণে ভোল পাল্টাতে পারে স্থানীয় অর্থনীতিরও।

জানা যাচ্ছে, টাইগার রিজার্ভ এলাকায় অন্তর্ভুক্তির ফলে রামগঙ্গা, রায়দিঘি ও মাতলা রেঞ্জের বনকর্মীরা এ বার বিশেষ প্রশিক্ষণের আওতায় আসবেন। সেখানে তাঁরা শুধু বাঘ সংরক্ষণে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও সরঞ্জামের ব্যবহার শিখবেন এমন নয়। বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ আইন,সহ টাইগার রিজার্ভ এলাকায় কার্যকর বাকি আইন এবং তার ব্যবহারও শেখানো হবে সবাইকে। দেশের বাকি টাইগার রিজার্ভের কর্মীদের মতো তাঁরাও ঝুঁকিপূর্ণ কাজের জন্য বিশেষ ভাতা (রিস্ক অ্যালাওয়েন্স) পাবেন।

বর্ধিত এলাকার জন্য কেন্দ্রের আর্থিক অনুমোদনও বেশি পাবে সুন্দরবন। এই পরিবর্তন বনকর্মীদের মনোবল ও উৎসাহ বাড়াবে ; মনে করছেন বনকর্তারা। সৌ ঃ বঙ্গদর্শন।

এখনও পর্যন্ত দেশের বৃহত্তম ব্যাঘ্র প্রকল্প হিসেবে নিজের অবস্থান ধরে রেখেছে অন্ধ্রপ্রদেশের নাগার্জুন সাগর,শ্রীশৈলম টাইগার রিজার্ভ (৩,৭২৭ বর্গ কিমি)। এবার মহারাষ্ট্রের মেলঘাট, ওড়িশার সিমলিপাল, অসমের মানস আর ছত্তিসগড়ের ইন্দ্রাবতী ব্যাঘ্র প্রকল্পকে পিছনে ফেলে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ব্যাঘ্র প্রকল্পের তকমা পেতে চলেছে সুন্দরবন। এমন অনেক আইনি সুবিধা এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়নের জায়গা রয়েছে, যা শুধুমাত্র টাইগার রিজার্ভ এলাকাতেই সম্ভব। লোকালয়ে বাঘ আসার ঘটনাও এ বার কমবে।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।